সংবাদ

তারিখ 18 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

অধ্যাপক আনোয়ারের বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে বক্তারা

বই দুটি ছাত্র-শিক্ষক নির্যাতনের প্রামাণ্য দলিল

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন রচিত 'কাঠগড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : রিমান্ড ও কারাগারের দিনলিপি' এবং 'সিএমএম কোর্টে জবানবন্দি' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, বই দুটি সময়ের দলিল। এতে সময়ের সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। বক্তারা বলেন, সমাজের চারপাশে মিথ্যা ছড়িয়ে রয়েছে। মিথ্যাকে পরাভূত করে সত্যকে এগিয়ে নিতে বই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তারা বলেন, শাসক গোষ্ঠী মিথ্যার ওপর ভর করে জনগণের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে। এ অত্যাচার-নিপীড়ন মোকাবিলা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে স্বপ্ন ও সাহস জোগাতে সহায়তা করবে বই দুটি।

গতকাল রোববার টিএসসি ক্যাফেটোরিয়ায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অধ্যাপক মুস্তাফা নূর উল ইসলামের সভাপতিত্বে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, লেখিকা সেলিনা হোসেন, অধ্যাপক মুনতাসির মামুন, অধ্যাপক এমএম আকাশসহ বই দুটির লেখক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এবং প্রকাশক ওসমান গণি উপস্থিত ছিলেন।

প্রামাণ্য : পৃঃ ১১ কঃ ৮

প্রামাণ্য : দলিল

(১২ পৃ: পর)

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ। অধ্যাপক মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম বলেন, বই দুটি সময়ের অনন্য দলিল। এতে তথ্যের সন্ধান পেয়েছি।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বই দুটি আগস্টের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এতে আগস্টের ঘটনার পেছনের ঘটনা, কেন ঘটেছে, কাদের স্বার্থে ঘটেছে এসব কিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সাহসিকতার সঙ্গে আগস্টের সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বই দুটিতে ছাত্র-শিক্ষকদের রিমান্ডে নিয়ে যেভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করা হয় তা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন তদন্ত কমিটি করেনি। এটা দুঃখজনক। তিনি আগস্টের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিচার ও শাস্তির দাবি জানান।

সেলিনা হোসেন বলেন, এটি প্রকাশনা অনুষ্ঠান নয়। আগস্টের ঘটনার প্রেক্ষাপট এবং পেছনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ফুসে উঠেছে বইয়ে। তাই এটি প্রতিরোধ-সংহতি প্রকাশনা উৎসব। অধ্যাপক মুনতাসির মামুন বলেন, সংস্কার সেনাবাহিনী থেকেই শুরু করতে হবে। একটি দেশের সেনাবাহিনী সিভিল প্রশাসনের অধীনে এবং এটাই সভ্য দেশের নিয়ম। কিন্তু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। তাই সেনাবাহিনীতে সংস্কার করতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কারও প্রতিপক্ষ নয়। এখানে অতীতে অন্যায়ের প্রতিপাদ হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেজে পা দিয়ে কেউ কখনও শান্তিতে থাকতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। পৃথিবীর সবাই যখন প্রতিবাদ করতে ভুলে যাবে তখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদের পতাকা উড্ডীন থাকবে।